ঘৃণা

আজিজুস সামাদ আজাদ ডন

নিউজিল্যান্ডের মসজিদে যে ব্যক্তি হামলা চালিয়েছে সেই ব্র্যান্টনের ছবির সাথে আমাকে একজন লিখে পাঠালো ছবিটি বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দেবার জন্য। মনে প্রশ্ন জাগলো, শুধু শুধুই ঘৃণাকে আরও উস্কিয়ে দেয়া ছাড়া এই ছবি ছড়িয়ে দিয়ে কি লাভ হবে। আমরা বোধহয় একটি বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছি। এই আক্রমণ ধর্মের প্রতি আক্রমণ কি? সারা বিশ্বকে এমনিতেই ধর্ম-বর্ণ দিয়ে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে শুধুমাত্র ঘৃণার বীজই রোপিত করা হচ্ছে তা নয়, সাথে কর্মক্ষম মানুষের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করে, একটি শ্রেণী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে গায়ের জোড়ে। এই মানুষগুলোর চেহারা মানব জাতির ইতিহাসের পাতায় প্রথম উন্মোচিত হয়, নীল রক্তের প্রবক্তা হিটলারের মাধ্যমে।

শান্তির ধর্ম হিসেবে ইসলাম সব সময়ই শান্তির বাণী প্রচার করে এসেছে। কিন্তু পশ্চিমা মুরুব্বীরা একটি ঘটনা ঘটিয়ে ইসলামকে স্বাধীনতাকামী করে তুলতে বাধ্য করেছিল, মাত্র লাখ খানেক ইহুদী দিয়ে মুসলমানদের ঘরের ভেতরে ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত করে। ঘটনাটি কিন্তু অন্য কারো কর্তৃক সৃষ্ট নয় বরং ঐ পশ্চিমা বিশ্বের তৈরি করা।

এতেও বিশেষ সমস্যা ছিল না, কারণ, ওটা তখন পর্যন্ত স্থানীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত ছিল। সমস্যা তৈরি হল সোভিয়েত ইউনিয়ন কে কোনঠাসা করতে গিয়ে পশ্চিমা মুরুব্বীরা নিজ হাতে আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী বাহিনী তৈরি করার পর। তাদের তৈরি এই ফ্র্যাংকেস্টাইনও হয়তো বিশ্বব্যাপী সমস্যা তৈরি করতো না। মূল সমস্যা তৈরি হল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গিয়ে শীতল যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে। পশ্চিমা মুরুব্বীদের প্রয়োজন দেখা দিল নতুন শত্রুর। তারা ইসলামী টেরোরিস্ট নামের শত্রু নিধনে আফগানিস্তান, ইরাক এবং আরব বসন্তের নামে আরো বহু ইসলামী দেশে হামলা চালিয়ে সত্যি সত্যিই কিছু ফ্যানাটিক ইসলামী সন্ত্রাসী তৈরি করে ফেললো। আমরা যদি ইতিহাসের পাতায় যাই, দেখতে পাবো, হিটলার, ব্রেন্টন, বুশ থেকে শুরু করে,এই ফ্র্যাংকেস্টাইন তৈরির কারিগরদের সকলের চেহারাই প্রায় একই রকম।

নিউজিল্যান্ডের এই হিংসায় জ্বলে মারা গিয়েছে আমাদেরও কয়েকজন ভাই। মারা যেতে পারতো আমার দেশের ক্রিকেটের বর্তমান প্রজন্ম। ঘৃণায় ঘৃণাই বাড়াবে। আমার দেশেই ইসলামের জিগির তুলে তৈরি হবে অরাজকতা। মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই জিগির বোধহয় আমার দেশেই বেশি উচ্চারিত হয়। যে কারণে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আমাদের মত গরীব ও জনবহুল দেশকেই আশ্রয় দিতে হয়। টাকার পাহারের উপর শুয়ে সুখ স্বপ্নে বিভোর অমিতব্যয়ী ইসলামী দেশগুলোর হর্তা কর্তারা কিছু টাকা পাঠিয়ে এবং সেই পাঠানো টাকার বেশীরভাগ অংশই আবার নিজেদের জন্য ব্যয় করে তাদের দায়িত্ব শেষ করে।

আমরা সবসময় পশ্চিমা বিশ্ব শব্দটি প্রয়োগ করি কথা বলার সুবিধার্থে। পেট্রোডলার আর স্বর্ণের রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেদের স্ফীত অর্থনীতিকে ভোক্তা নির্ভর করে গড়ে তুলে, বিশ্ব অর্থনীতির ওপর যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য যেভাবে একক আধিপত্য চালাচ্ছে, সেটাতে করে

বর্তমানে পশ্চিমা বলয় ছোট হয়ে আসছে। কিছু হলেই অর্থনৈতিক অবরোধ আর শুল্ক দিয়ে যেভাবে তারা অন্যান্য দেশগুলোকে কোনঠাসা করার চেষ্টা চালাচ্ছে, সেই অবরোধ আর শুল্ক অস্ত্র অতি ব্যবহারে ভোঁতা হয়ে আসছে। অতি এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে যেমন এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরে ভেতর তৈরি হয়, একইভাবে ইউরোপ, রাশিয়া, চীন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেভাবে জোট বাঁধছে, সেটাতে করে এমন দিন চলে আসবে যখন দেশগুলোকে অবরোধের আওতায় আনতে আনতে নিজেরাই নিঃসঙ্গ হয়ে পরবে।

একটা গল্প বলা যায়। এক মাতাল রাস্তায় খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিল। একপাশে চেপে রাস্তার অন্য সব গাড়িকে সাইড দিচ্ছিল। এই অতি সাবধানী ড্রাইভার সবাইকে সাইড দিতে দিতে একসময় একটি ব্রীজকেও সাইড দিয়ে দিল। ফলাফল, বোঝাবার কিছু নেই। বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে আমাদের পশ্চিমা মুরুব্বীরা যেভাবে অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করে নিজেদেরকে একঘরে করে ফেলছে, সেটাতে ভয় হয়, কোন সময় না তারা অর্থনৈতিক ব্রীজকেই সাইড দিয়ে দেয়। সেই অবস্থায় নতুন যে শক্তি বলয় গড়ে উঠবে সেই বলয় এই বিশ্বকে কোন পথে নিয়ে যাবে সেটা নিশ্চিত নয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের নীতি আমাদের জানা আছে কিন্তু নতুন বলয়ের নীতি আমরা জানি না।

সারা বিশ্বে একটি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চালিয়ে যেতে আমাদের পশ্চিমা মুরুব্বীদের জন্য তাদের বলয়ের কাছে সর্ব গ্রহণযোগ্য একটি শত্রু বলয় প্রয়োজন। আজ তারা আমাদের বিশ্বকে এমন এক দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যে জায়গায় বসে আমাদের আর কোন উপায় থাকবে না পশ্চিমা মুরুব্বীদের জন্য নতুন শীতল যুদ্ধ তৈরি করায় সহযোগিতা করা ছাড়া। আমি বিশ্বাস করি, সেই সময় সমাগত প্রায়। ২০২২ সালের পর, পশ্চিমা মুরুব্বীরা আর এই ইসলামী সন্ত্রাসী নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাবে না। এখনই সময় পাচ্ছে না। যে কারণে এক দশকের ওপর জিইয়ে রাখা ইসলামী স্টেটকে এতোদিনে তারা চূড়ান্ত আঘাত করেছে। এর আগে পর্যন্ত তারা নিজেদের ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আইএস কে সরিয়ে দিলে কার ভাগে কতটুকু পরবে সেটা নিয়ে অংক আর দর কষাকষি চলছিল পর্দার আড়ালে। মাঝখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেল, বাস্তুহারা হল আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ।

এসব খেলায় লাভ কার হচ্ছে জানি না কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব মানবতার। এমন এক সময় আসবে যখন ভুল স্বীকার করে মাথা ঠুকবার দেয়াল পর্যন্ত খুঁজে পাবেন না বর্তমান বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। সেই পরিস্থিতি সত্যিই যদি তৈরি হয়, তখন তাদের সেই ভুলের জন্য কে কার কাছে ক্ষমা চাইবে আর কেইবা কাকে ক্ষমা করবে।

"ছবর" শব্দটিকে ইসলামেই সবচেয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শব্দটিকে মাথায় গেঁথে নিয়ে যা হবে ভালই হবে ধরে নিয়ে, ছবর করাটাই আমার কাছে মনে হয় আমাদের কাজ। ব্র্যাস্টনদের থামাবার মূল কৌশল কিছুতেই ঘৃণার উত্তরে ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়া নয়।